জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসিভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স- ৫৫০১৩৭২৬-২৮
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd,ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

স্মারক নং: এনএইচআরসিবি/corr:G:/২০৬/১২(অংশ-৩)- ৬৭৭৭ তারিখ : ০৮/০৭/২০১৮

বিষয়: **মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে আইনের শাসন ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি নির্দেশনা প্রসঙ্গে।**

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-এর ম্যান্ডেটের আলোকে কমিশন সভায় উপর্যুক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক সরকার কর্তৃক পুলিশ বাহিনীর জন্য প্রেরিতব্য নির্দেশনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

০২। যা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে আদিষ্ট হয়ে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্ত: দুই পাতা।

০৮/০৭/১৮

(হিরণ্ময় বাড়ৈ)
সচিব (সরকারের অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
ফোন: ৫৫০১৩৭১৬ (দপ্তর)

সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

অনুলিপি:

১. একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রী,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা- ১০০০।
২. একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসিভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স- ৫৫০১৩৭২৬-২৮
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd,ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

আইনের শাসন ও মানবাধিকার সংরক্ষণ: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনায় নির্দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে

১। পটভূমি:

মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে আইন দ্বারা একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কমিশন দেশে মানবাধিকার সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ যখন অমিত সম্ভাবনা নিয়ে নতুন সহস্রাব্দে এসে দাড়িয়েছে তখন দেশের তরুণ প্রজন্মের একটি বিরাট অংশ আক্রান্ত হয়েছে এক সর্বনাশা মরণ নেশায়। একটি জাতিকে অসার, পঙ্গু বা ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য মাদকের চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছু হতে পারেনা। দেশ যখন উন্নয়নের মহাসড়কে তখন মাদকের কারাগারে বন্দি হচ্ছে একটি প্রজন্ম যা দেখে সর্বস্তরের মানুষ শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন। তাই মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় সরকারের দৃঢ় অবস্থান বা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণকে দেশের মানুষ স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু মাদক বিরোধী অভিযানের সময় সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে যে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে তা এই অভিযানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মাদক বিরোধী অভিযানকালে বহু অভিযুক্ত মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিহত এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণ আহত হচ্ছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বহু হতাহতের প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ১২ (ঘ), (ড) ও (ঢ) ধারা অনুসারে, কমিশন মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য সংবিধান বা আপাত: বলবৎ কোন আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা এবং উহাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ; মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান এবং দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক কর্মসূচির মাধ্যমে গৃহীতব্য ব্যবস্থা যাতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মান ও নিয়মের মধ্যে হয় সে লক্ষ্যে সরকারের নিকট সুপারিশ করে থাকে । উক্ত ম্যান্ডেট এবং কমিশন সভার সিদ্ধান্তের আলোকে নিম্মোক্ত নির্দেশনাটি প্রস্তুত করা হয়েছে:

২। গ্রেপ্তার এবং তৎপরবর্তীকালে আইন -শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত আইনি বিধান:

ক) সংবিধান:

জীবন ধারণের অধিকার মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার যা সুরক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না। উক্ত অনুচ্ছেদ অনুসারে আইন অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা ব্যতীত এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না যাতে কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।